চুয়াডাঙ্গায় নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: মূল পরিকল্পনাকারী নারীসহ গ্রেপ্তার ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় এক নারীকে কৌশলে ডেকে নিয়ে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মূল পরিকল্পনাকারী এক নারীসহ মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত ২৫ মার্চ রাত ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর বেলেদারী ফাঁকা মাঠে সেচপাম্পের পশ্চিম পাশে জনৈক খসরুর আমবাগানে নিয়ে জোরপূর্বক পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) বিকাল ৪টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান।

আসামিরা হলেন—সদর উপজেলার সাতগাড়ী গ্রামের ফয়সালের স্ত্রী কবিতা (৩০), আলমডাঙ্গা উপজেলার মিজান (৩৪), পিতা নজরুল (খাদিমপুর), সামাদ আলী (২৫), পিতা আছির উদ্দিন (খাদিমপুর), আদম আলী (৩৪), পিতা এনামুল হক (খাদিমপুর), শাহজাহান (৪৫), পিতা মৃত তাহাজ্জেল বিশ্বাস (খাদিমপুর) এবং আব্দুস সালাম (২৬), পিতা দুলাল (শিয়ালমারি)।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সদর থানার সাতগাড়ী এলাকার বাসিন্দা ওই নারীর সঙ্গে কৌশলে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন একই এলাকার ফয়সালের স্ত্রী কবিতা। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে গত ২৫ মার্চ কবিতাই ভিকটিমকে ফুঁসলিয়ে ইজিবাইকে করে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে নিয়ে আসেন। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিল কবিতার খালাতো ভাই আব্দুস সালাম। সালাম আরেকটি ইজিবাইক নিয়ে এলে কবিতা ভিকটিমকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের দিকে রওনা দেন।

পরে তারা আলমডাঙ্গা থানার খাদিমপুর গ্রামের বেলেদারী ফাঁকা মাঠের কাছে পৌঁছে ইজিবাইক চালককে ভাড়া দিয়ে বিদায় করে দেন। এরপর আসামিরা পরস্পরের যোগসাজশে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ভিকটিমকে পাশের খসরুর আমবাগানে নিয়ে যায়। সেখানে আব্দুস সালাম, শাহজাহান ও সামাদ আলীর সহযোগিতায় আদম আলী ও মিজান ওই নারীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এ সময় ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য

ভিকটিমকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয়।

পরে ওই রাতেই কবিতা ও ভিকটিমকে ইজিবাইকে করে পুনরায় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজারে নামিয়ে দেয় আসামিরা। বাড়ি ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়া ওই নারী তার স্বামীর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। এরপর তিনি নিজেই বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন।

মামলার পরপরই চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান তাৎক্ষণিকভাবে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পরে ২৮ মার্চ ভোর ৪টার দিকে আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান বলেন, “ঘটনাটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ভিকটিম অভিযোগ দায়ের করার পরপরই আমরা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেই। আমাদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের ফলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মূল পরিকল্পনাকারীসহ জড়িত ছয় আসামির সবাইকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। অপরাধীদের দ্রুত বিচারের মুখোমুখি করতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে।”

দর্শনায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা, অটোচালকের গাড়ি উধাও

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় দিনের বেলায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা করে একটি অটোগাড়ি নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রতারণার শিকার ব্যক্তি জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের আব্দুস

সাত্তারের ছেলে আব্বাস উদ্দিন (৩৮)। খবর পেয়ে ঘটনার পর দর্শনা থানার এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অটোচালক আব্বাস উদ্দিন জানান, শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে তিনি জীবননগর পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইজিবাইক নিয়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিজেকে জীবননগর থানা পুলিশের এসআই পরিচয় দেন। তিনি জানান, তার পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে দর্শনায় নিতে হবে এবং ৪০০ টাকায় অটোটি রিজার্ভ ভাড়া করেন।

দুপুর ১২টার দিকে তারা দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের নুর ইসলামের বাড়ির সামনে পৌঁছান। সেখানে আগে থেকেই আরেকজন ব্যক্তি পুলিশের ড্রাইভার পরিচয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এসে বলেন, “স্যার, আপনার গাড়ির এক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন গুরুতর আহত।”

এ কথা শুনে কথিত এসআই দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলে শ্যামপুর বিজিবি মোড় পার হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে জোরে কথা বলেন এবং জানান, আহত ব্যক্তি মারা গেছেন। এরপর তিনি আব্বাস উদ্দিনকে বলেন, “আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে আমার ড্রাইভারকে নিয়ে আসেন।”

আব্বাস উদ্দিন অটো নিয়ে যেতে চাইলে তাকে বলা হয়, “গাড়ি এখানে থাক, আপনি ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে আসেন।” পরে তিনি নুর ইসলামের বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে এসে দেখেন, তার অটোগাড়িটি নেই।

ঘটনার পর তিনি দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, “ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। দ্রুতই আসামিদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, “শ্যামপুর এলাকা থেকে প্রতারণার মাধ্যমে একটি অটো নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রতারকদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

চুয়াডাঙ্গায় পুঁতে রাখা ৭টি ল্যান্ডমাইন ধ্বংস করল সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি ভুট্টার জমিতে সেচ নালা তৈরির সময় উদ্ধার হওয়া সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করেছেন সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা। উদ্ধারের ২৯ দিন পর শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদরের মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে বিকট শব্দ ও কম্পনের মধ্য দিয়ে ল্যান্ডমাইনগুলো ধ্বংস করা হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসব স্থলমাইন পুঁতে রেখেছিল।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের কৃষক হযরত আলীর মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে একটি চাষের জমি রয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নালা (ক্যানাল) তৈরির কাজ করছিলেন। এ সময় তার কোদালের আঘাতে তিনটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন বেরিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকাটি পুলিশ পাহারায় ঘিরে রাখা হয়।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি সেনাবাহিনীকেও অবহিত করা হয়। এরপর শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর ৫৫ রেজিমেন্ট, যশোর ইউনিটের ১৫ সদস্যের একটি বোম্ব ডিসপোজাল দল ক্যাপ্টেন রিফাতুল ইসলামের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেখান থেকে একে একে মোট সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন উদ্ধার করা হয়।

দুপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলটি প্রথমে চারটি এবং পরে বাকি তিনটি ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করে। এ সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও বিকট শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করা স্থানগুলো বড় গর্তে পরিণত হয়। অভিযান চলাকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

২৬শে মার্চ উদযাপন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর “স্বাধীনতায় পদধ্বনি- ১৬১১” অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল চারটায় পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় একাত্তরের স্বাধীনতার উপর লিখিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গুরু কাজল মল্লিক, বনলতা, মো: খালেকুজ্জামান, গোলাম কবীর মুকুল, মো: আনছার আলী, মোছা: মর্জিনা খাতুন, মো: মোজাম্মেল হক, শেখ সেলিম, সুমন মালিক, মো: হুমায়ুন কবীর, মিম্মা সুলতানা মিতা। চিরায়ত সাহিত্য থেকে পাঠ করেন জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর ও মরিয়ম সুলতানা ভূবনের লেখা পাঠ করে শোনান ইকবাল আতাহার তাজ।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গার উজ্জ্বল নক্ষত্র ড: মুন্সি আবু সাইফ, স্বাধীনতার উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মো: শাহজাহান আলী, অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান, মো: তৌহিদ হোসেন। আসরে আরোও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, শেখ পিন্টু, মরিয়ম সুলতানা ভূবন, মিফতাহুল আওয়াল, মো: আব্বাসউদ্দীন, হারুন অর রশিদ, আকিব তৌফিক চৌধুরী।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার জেলা পরিষদ ডাক বাংলোর পুরাতন ভবনটি দক্ষিন পশ্চিম রণাঙ্গনের সেক্টর কমান্ডার তৎকালীন মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার হতো। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে স্মরণীয় করে রাখতে ঐ ভবনটিকে স্বাধীনতা ভবন ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্বাধীনতা দিবস পদধ্বনি ১৬১১ পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[redacted]

[redacted]

মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও এতিমদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং দেশের শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার সকল বিনোদন কেন্দ্র ও পার্ক শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

দামুড়হুদায় জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে শহিদুল ঢালি (৪৫) নামে এক একজন নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে।নিহত শহিদুল ঢালি দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের মওলা ঢালির ছেলে। আটককৃতরা হলেন একই গ্রামের মৃত জলিল ঢালির ছেলে বারিক ঢালি (৪২), ও জাহিদুল ঢালি (২৯)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জমিজমা নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। তারা সবাই আপন আত্মীয়, আপন চাচাতো ভাই সবাই। গত মঙ্গলবার বিকেলে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় শহিদুল ঢালি গুরুতর আহত হন। সংঘর্ষে আরও অন্তত তিনজন আহত হন।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় শহিদুল ঢালিকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোরে তিনি মারা যান।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ্ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। আহতদের মধ্যে অন্যরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এঘটনায় মামলা হয়েছে, মোট দুইজনকে আটক করা হয়েছে, আজ আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ

দামুড়হুদায় জয়রামপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে কিশোর নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর নতুনপাড়ায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নাঈম (১৪) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম উক্ত গ্রামের সাজিরুলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাঈম তরমুজ কেনার উদ্দেশ্যে কাঠালতলা বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনায় জড়িত অপর মোটরসাইকেলের আরোহীর পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সংঘর্ষের পর ওই মোটরসাইকেলটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় ঈদের দিন ঘুরতে বের হয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সুরুজ (১৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো এক মোটরসাইকেল আরোহী।
আজ শনিবার (২১ মার্চ) ঈদের দিন দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা- আলমডাঙ্গা সড়কের চুয়াডাঙ্গা ফাস্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সুরুজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ইসলামপাড়ায় বাসিন্দা ও স্বপনের ছেলে। আহত হৃদয় পৌর এলাকার শ্বশানপাড়ার বাসিন্দা।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঈদের দিন ঘুরতে বের হয়েছিলেন দুই যুবক। তারা মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটির নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তারা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুরুজকে মৃত ঘোষণা করেন।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই সুরুজ মারা গেছেন। আহত একজনকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মিজানুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সড়ক দূর্ঘটনায় একজন মারা গেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ১২১ বোতল মাদকদ্রব্যসহ গ্রেফতার-১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ১০৯ বোতল উইনসেরেক্স ও ৩ বোতল ব্ল্যাক হান্ট উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, পলাতক রয়েছেন আরও দুইজন।

পুলিশ জানায়, বুধবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে জীবননগর থানাধীন মানিকপুর মসজিদপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। অভিযানে এসআই মো. আশরাফুল ইসলাম, এসআই সৌমিত্র সাহা ও এএসআই রমেন কুমার সরকার সঙ্গীয় ফোর্সসহ শওকত হোসেন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। তিনি মানিকপুর মসজিদপাড়া এলাকার মৃত মোলাম মালিতার ছেলে।

গ্রেফতারের পর তার হেফাজত থেকে ৩ বোতল ব্ল্যাক হান্ট ও ৯ বোতল উইনসেরেক্স উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, সহযোগী নজরুল ইসলাম নজুর কাছে আরও মাদক মজুদ রয়েছে। এর ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে নজুর বাড়িতে অভিযান চালানো হলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে নজু ও তার চাচাতো ভাই রাজা পালিয়ে যায়। পরে তাদের ঘরের শয়নকক্ষ থেকে আরও ১০০ বোতল উইনসেরেক্স উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের মধ্যে ব্ল্যাক হান্টের মূল্য প্রায় ৬ হাজার টাকা এবং উইনসেরেক্সের মূল্য প্রায় ২ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা। সব মিলিয়ে জব্দকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় ২ লাখ ৭৮ হাজার ৫০০ টাকা।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও

দামুড়হুদায় বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা বহিষ্কার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা জেলার দুইজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির প্যাডে জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বহিষ্কৃত দুজন নেতা হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু ও দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ড বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে জেলা বিএনপির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৮ মার্চ ২০২৬, সোমবার থেকে উল্লিখিত দুই নেতাকে তাদের স্ব-স্ব দলীয় পদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু বলেন, দল থেকে তাদেরকে বার বার সতর্ক করার পরেও তারা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। যার ফলশ্রুতীতে এই আদেশ এসেছে।